কোয়ান্টাম মেথড-৪

পবিত্র কুরআন বিকৃতির অভিনব কৌশল

মুফতী শরীফুল আ'জম

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আসমানি কিতাবের মাঝে রদবদলের ঘটনা মানব ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। যার সূচনা ইহুদী-খৃষ্টান কর্তৃক তাওরাত ও ইঞ্জিলে বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে হয়েছে। ইসলাম ধর্ম আগমনের বহুপূর্বে এই আসমানি কিতাবদ্বয় সংযোজন-বিয়োজনের শিকার হয়ে তার আসল রূপ হারিয়ে ফেলে। এক দল অর্থলিপ্সু রাহেব ও পাদ্রীদের অন্যায় হস্তক্ষেপের দরুনই এই করুণ পরিণতির শিকার হয় আসমানি এই কিতাবদ্বয়।

পবিত্র কুরআনে তাদের এই অপকর্মের স্বাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে এবং ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

"অতএব তাদের জন্য আফসোস যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের উপার্জনের জন্য।" (সূরা আল-বাকারা ৭৯)

ইহুদী খৃষ্টান পণ্ডিতগণ আসমানি কিতাবের মাঝে যে বিকৃতি সাধন করে তা মৌলিকভাবে চার ধরনের। ক. শব্দ সংযোজন। খ. শব্দ বিয়োজন। গ. শব্দ পরিবর্তন। ঘ. অর্থ পরিবর্তন। (বাইবেল সে কুরআন তক ২/১৩)

পবিত্র কুরআন যা সর্বশেষ আসমানি কিতাব তা এ-যাবৎ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম প্রমাণিত হয়েছে। অন্য সব কিতাবের মতো এখানেও বিকৃতি সাধনের নানা অপচেষ্টা যুগে যুগে হয়ে আসছে। কিন্তু একটি অক্ষর বা যের যবর পর্যন্ত কেউ পরিবর্তন করতে পারেনি। আজ চৌদ্দশত বছর যাবৎ পবিত্র এই কিতাব আদ্যোপান্ত হুবহু সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কারো সাধ্য নেই যে, এর এক অক্ষর ভুল তেলাওয়াত করবে। তৎক্ষণাৎ বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক লোক তার ভুল ধরে ফেলবে।

বাদশাহ মামূনুর রশীদের যুগে এক ইহুদী পণ্ডিত ছিল। হস্তলিপিতে তার প্রসিদ্ধি ছিল। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে চড়া মূল্যে বিক্রি করত। একবার সে বিভিন্ন ধর্ম যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন প্রতিটির তিনটি করে কপি লিপিবদ্ধ করল এবং এগুলোর মাঝে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বেশকম করে দিল। এরপর তাওরাত ও ইঞ্জিলের কপিগুলো বিক্রির উদ্দেশ্যে ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাছে নিয়ে গেলে তারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে কিনে নিল। আর মুসলমানদের কাছে কুরআনের কপিগুলো নিয়ে গেলে তারা এতে বেশকম লক্ষ্য করে ফেরত দিল। এই ঘটনা দেখে সে নিশ্চিত হলো যে, একমাত্র কুরআনই সংরক্ষিত আছে। অতঃপর সে মুসলমান হয়ে গেল। এই পার্থক্যের একমাত্র কারণ হচ্ছে কুরআন হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গ্রহণ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

"আমি স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" (সূরা হিজর ৯)

পক্ষান্তরে তাওরাত ও ইঞ্জিল হেফাজতের দায়িত্ব ইহুদী ও খৃষ্টান আলেমদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। তারা এতে খেয়ানত করেছে বিধায় আজ ওই সকল গ্রন্থ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (সূরা মায়েদা ৪৪ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)

আজ বিশ্বের কোথাও আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত মূল হিব্রু ও সুরিয়ানী ভাষার তাওরাত ও ইঞ্জিলের একটি কপিও বিদ্যমান নেই। মূল পাঠ বাদ দিয়ে ভাষান্তর ও মর্মবাণী প্রচার-প্রসারের কারণে এই ভয়াবহ বিকৃতি সাধিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের বেলায়ও বিভিন্ন যুগে ইসলাম দুশমনদের পক্ষ থেকে এমন আচরণ করা হয়েছে। কুরআন বিকৃতির অপচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে শিয়া সম্প্রদায়। কুরআনের মাঝে তারা বিভিন্ন আয়াত ও সূরা সংযোজন করেছে। আবার অনেক আয়াত বাদ দিয়েছে। বিভিন্ন আয়াতের অর্থ পরিবর্তন করে দিয়েছে। যার বিশদ বিবরণ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) রচিত 'তুহফায়ে ইছনা আশারিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে তাদের সকল চক্রান্ত আল্লাহর হুকুমে ভেস্তে গেছে। যুগে যুগে উলামায়ে হক্ব তার দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে উম্মতের ঈমান আমল হেফাজত করে এসেছেন।

এ ছাড়া যুগে যুগে বহু নামধারী ইসলামী চিন্তাবিদগণ কুরআনের তাফসীর ও অনুবাদের বিকৃতি সাধনের চেষ্টা করেছে। আধুনিক যুগেও তাফহীমুল কুরআন নামে বিকৃত তাফসীর কোনো কোনো মহলে প্রচলিত আছে। উক্ত তাফসীরের বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যাসমূহ চিহ্নিত করে লেখা 'মওদূদী কী তাফসীর ওয়া নজরিয়াত পর ইলমী ওয়া তাহকীকী জায়েযাহ' 'মওদূদীর তাফসীর ও চিন্তাধারা' নামে গ্রন্থটি পড়ে বিস্তারিত জানা যেতে পারে।

অতীতের সাথে তাল মিলিয়ে ইসলাম দুশমনেরা বর্তমানেও কুরআন বিকৃতির

অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করে চলছে। বিভিন্ন ছদ্মরূপ ধারণ করে মানবতার হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে ইসলামকে ধ্বংস করার নিত্যনতুন ফন্দি করে যাচ্ছে। জীবন বদলে দেওয়ার স্লোগান নিয়ে প্রায় দুই যুগ ধরে কোয়ান্টাম মেথড এ দেশে নীরবে-নির্বিঘ্নে বিভিন্ন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। অশান্ত মনে প্রশান্তি আনতে মেডিটেশন (বৈজ্ঞানিক ধ্যান) চর্চার নামে বিভিন্ন মনগড়া মতাদর্শ শিক্ষা দিয়ে চলছে। তাদের নানামুখী তৎপরতা দেখে জনমনে সন্দেহ না জেগে পারে না। নিরাময়ের সাথে ধর্ম তত্ত্বের কী সম্পর্ক থাকতে পারে তা বোধগম্য নয়। একযোগে সকল ধর্মগ্রন্থের মর্মবাণী প্রচারের উদ্দেশ্য কী, তাও অস্পষ্ট।

কোয়ান্টাম প্রথম দিকে বেদ কণিকা, বাইবেল কণিকা, ধম্মপথ কণিকা, কুরআন কণিকা ও হাদীস কণিকা নামে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক রচনা করে। এ সকল পুস্তিকায় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের কিছু মর্মবাণী প্রচার করা হয়। কিছুদিন এভাবে চলার পর বিষয়টি গা-সওয়া হয়ে গেলে সব কয়টি পুস্তিকা একত্র করে কণিকাসমগ্র/ কোয়ান্টাম কণিকা নামে প্রকাশ করা হয়। এভাবে সহজে মুসলমানদের ঘরে ঘরে বেদ-বাইবেলের মর্মবাণী পৌঁছে যেতে থাকে। ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন মুসলমানগণ কোনো বাছ-বিচার ছাড়া তা পাঠ করে মোহিত হয়ে যায়। ফলে ইসলামের সাথে সাথে অন্য সব ধর্মকেও সত্য ও পালনীয় বলে বিশ্বাস করতে চায়। অপরদিকে কুরআন কণিকা ও হাদীস কণিকায় মর্মবাণী রচনার নামে আয়াতও হাদীসের মূল আরবী পাঠ বাদ দিয়ে বিকৃত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অনুবাদ করে দেওয়া হয়। অনেকটা এক গুলিতে দুই শিকারের মতো ব্যাপার। একদিকে সকল ধর্মের স্বীকৃতি, অপরদিকে কুরআন হাদীসের বিকৃতি।

আজকের আলোচনায় শুধু কুরআন বিকৃতির কিছু নমুনা কোয়ান্টাম কণিকা থেকে তুলে ধরা হলো।

কোয়ান্টাম কণিকা গ্রন্থের একেবারে শেষের দিকে স্থান পেয়েছে কুরআন কণিকা। যার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে সূরা আল-ফাতেহার অনুবাদ। এখানে প্রথমে সূরায়ে ফাতিহা ও তার সঠিক অনুবাদ উল্লেখ করা হলো এর পর কোয়ান্টাম কণিকার সূরা ফাতেহার অনুবাদ হুবহু উল্লেখ করা হবে এবং বিকৃতির ধরণ সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ-

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين☆ الرحمن الرحيم☆ مالك يوم الدين☆ اياك نعبد وايا ك نستعين☆ اهدنا الصراط المستقيم☆ صراط الذين انعمت عليهم☆ غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔

"১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ২. যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৩) যিনি বিচারদিনের মালিক। (৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আমাদের সরল পথ দেখাও। (৬) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। (৭) তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।" (মাআরিফুল কুরআন পৃষ্ঠা ১)

কোয়ান্টামের অনুবাদ–

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সকল প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক হে আল্লাহ তোমারই জন্য। তুমি দয়াময়! মেহেরবান! প্রতিদান দিবসের মালিক! আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য চাই। প্রভু হে! বিভ্রান্ত ও অভিশপ্তদের অন্ধকার গহ্বর থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করো। প্রভু হে! তোমার প্রিয়জনদের সহজ-সরল আলোকিত পথে আমাদের পরিচালিত করো। আমীন। (সূরা ফাতেহা)

সূরা ফাতেহার এই অনুবাদে বিকৃতির ধরনসমূহের বিবরণ :

এক. "বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক"

رب العالمين এর এই অনুবাদ করা হলে মহান আল্লাহর কর্তৃত্বকে খাটো করা হয়। কেননা عالم শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। যাতে সকল মাখলূকাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে 'বিশ্বজাহান' বলতে শুধু পৃথিবীর এই জগতকে বোঝায়। নির্ভরযোগ্য আরবী অভিধান "মিসবাহুল্লুগাত"এ عالم শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে ساری مخلوق। সে হিসেবে বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "মাআরিফুল কুরআনে"-এর অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে।

"যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।"

ইমাম রাজী (রহ.) তাফসীরে কবীরে লিখেছেন যে, এই সৌরজগতের বাইরে আরো সীমাহীন জগৎ রয়েছে। যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত ও এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সকল বস্তুই আল্লাহর ক্ষমতার অধীনে। (মাআরিফুল কুরআন ১/৭১)

তাই শুধুমাত্র "বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক" অনুবাদটি যে, ভুল এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাতে সন্দেহ নেই।

দুই. "হে আল্লাহ" বাক্যটি আহ্বান সূচক। যাকে আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় ندا (নেদা) বলা হয়। الحمد لله এর অনুবাদে এভাবে আহ্বান করে "হে আল্লাহ" বলার অবকাশ নেই। যেহেতু তা আহ্বান সূচক বাক্য নয় বরং তা جمله خبريه (উদ্দেশ্য ও বিধেয়)। যার সঠিক তরজমা হচ্ছে– "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার।" (মাআরিফুল কুরআন পৃ:২)

অতএব "হে আল্লাহ" অনুবাদটি ভুল।

তিন. "তোমারই জন্য" বাক্যটি সম্বোধন সূচক। যা মূলত حاضر তথা মধ্যমপুরুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। অথচ لله বাক্যে কোনো রূপ সম্বোধন নেই। বরং এখানে غائب তথা নামপুরুষ

ব্যবহার করা হয়েছে। যার সঠিক অনুবাদ হচ্ছে– "আল্লাহ তা'আলার জন্য।" অতএব "তোমার জন্য" অনুবাদটি ভুল।

চার. "তুমি দয়াময়! মেহেরবান! প্রতিদান দিবসের মালিক!" এখানে সূরায়ে ফাতেহার দুই ও তিন নম্বর আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে। এতে 'তুমি' বলে حـــاضـــر তথা মধ্যমপুরুষ হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে উক্ত আয়াতদ্বয়ের মাঝে غـــائـــب তথা নামপুরষের ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতের সঠিক অনুবাদ হচ্ছে– "যিনি নিতান্ত মেহরবান ও দয়ালু, যিনি বিচার দিনের মালিক।" তাই এখানে حـــاضـــر তথা মধ্যমপুরুষ ব্যবহার করে অনুবাদ করা ভুল।

পাঁচ. পবিত্র কুরআনের অন্যতম অলৌকিকতার নির্দশন হচ্ছে নিপূণভাবে বালাগাত তথা অলংকার শাস্ত্রের প্রয়োগ। এরই ধারাবাহিকতায় সূরা ফাতেহার প্রথম তিন আয়াতে غـــائـــب তথা নামপুরুষ ব্যবহার করে পরবর্তী আয়াতসমূহে خطاب তথা সম্বোধনসূচক বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে। ইলমে বালাগাত তথা আরবী ভাষার অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় যাকে–

الالتـفـات من الغيبة الى الخطاب বলা হয়। (আল ইতকান ২/১৮৬)

যা উচ্চমানের সাহিত্যিকতার পরিচায়ক ও ভাষার সৌন্দর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। কোয়ান্টামের অনুবাদে পবিত্র কুরআনের এই সাহিত্যপূর্ণভাব, অলৌকিক শব্দশৈলী ও অনন্য গাঁথুনিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। যা কুরআন বিকৃতির একটি ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত। সঠিক অনুবাদ হবে এভাবে–

"সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা। যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক।"

এই তিন আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে غـــائـــب তথা নামপুরুষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরের আয়াতের অর্থ: "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি....." এখান থেকে কথার ধরন পরিবর্তন হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলাকে এখন সরাসরি সম্বোধন করে حـــاضـــر তথা মধ্যমপুরুষ ব্যবহার শুরু হয়েছে। গুণকীর্তনের পর মাওলার সাথে বান্দার যেন সাক্ষাৎ হয়ে গেছে। আর সরাসরি কথোপকথন আরম্ভ হয়ে গেছে। তাই কুরআনের এই বিশেষ বচনভঙ্গি অনুসরণ করে অনুবাদ না করা হলে তা বিকৃত অনুবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ছয়. "প্রভু হে!" শব্দটি দু'আয়াতের শুরুতে দু'বার আনা হয়েছে। অথচ মূল আয়াতে এমন আহ্বান সূচক কোনো শব্দ নেই যার অর্থ "প্রভু হে!" দ্বারা করা যেতে পারে। অতএব এই শব্দটি কুরআনের মাঝে সংযোজনের অন্তর্ভুক্ত। আসমানি কিতাব বিকৃতির যে চারটি পন্থা শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে এ ধরনের শব্দ সংযোজন তার অন্যতম।

সাত. "অন্ধকার গহ্বর থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর" অনুবাদের এ অংশটি সম্পূর্ণ বানোয়াট। মূল আয়াতে এমন কোনো শব্দ নেই যার অর্থ 'অন্ধকার গহ্বর' ও 'রক্ষা কর' হতে পারে। মনগড়া একটি বাক্য কোয়ান্টামের পক্ষ থেকে সূরায়ে ফাতেহায় সংযোজন করা হয়েছে। যা চরম ধৃষ্টতার শামিল।

আট. "আলোকিত" শব্দটি الـمستـقيـم শব্দের অনুবাদ হতে পারে না। কারণ الـمستـقيـم অর্থ সরল। তাই আলোকিত শব্দটি এখানে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আনা হয়েছে। এবং এর দ্বারা কোন্টামের বাতলানো পথ ও মতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কোয়ান্টাম কণিকা গ্রন্থের শুরুতেই লেখা আছে 'আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র।' আর সূরায়ে ফাতেহার অনুবাদে এসে সেই আলোকিত শব্দটি প্রয়োগ করে কী বোঝানো হয়েছে তা কারো কাছে অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

নয়. কোয়ান্টামের কুরআন কণিকায় সূরায়ে ফাতেহার শেষ তিন আয়াতের অনুবাদ আগে-পরে করে লিখা হয়েছে। সপ্তম আয়াত- ولا غير المغضوب عليهم الضالين এর অনুবাদ আগে এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াত اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم এর অনুবাদ পরে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ যে ধারাবাহিকতায় সাজানো রয়েছে তা হুবহু যথাক্রমে রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি। আয়াতকে আগপিছ করা মারাত্মক গোনাহ। হাফেজ সুয়ূতী (রহ.) বর্ণনা করেন–

وقال القاضى ابو بكر فى الانتصاف: ترتيب الآيات امر واجب وحكم لازم فقد كان جبرئيل يقول : ضعوا آية كذا فى موضع كذا

"আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব ও বাধ্যতামূলক। কেননা জিবরাঈল (আ.) স্বয়ং বলে দিতেন যে, অমুক আয়াত অমুক স্থানে রাখুন।" (আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন ১/১৩৫) সূরায়ে ফাতেহার শেষ তিন আয়াতের ধারাবাহিক ও বিশুদ্ধ অনুবাদ হচ্ছে

اهدنا الصراط المستقيم "আমাদের সরল পথ দেখাও।"

صراط الذين انعمت عليهم "সে সমস্ত লোকের পথ যাদের তুমি নেয়ামত দান করেছ।"

غير المغضوب عليهم ولا الضالين "তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে।"

এখানে الصراط المستقيم এর দু'টি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। ক. صراط غير المغضوب .খ الذين انعمت عليهم عليهم ولا الضالين-

তাই বিশুদ্ধভাবে এর অনুবাদ করতে হলে উভয় বিশেষণ উল্লেখ করতে হবে। অথচ কোয়ান্টামের অনুবাদে এর কোনো তোয়াক্কা করা হয়নি।

দশ. পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব বিকৃত হওয়ার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে যে বিষয়টি তা হচ্ছে, যে ভাষায় কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার عبارت তথা মূল পাঠ বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ ভাবার্থ বা সারমর্ম প্রকাশ করা। এরপর আবার সে ভাবার্থ ও সারমর্মকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এভাবে মূল কিতাব একসময় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে মনগড়া কাটছাঁটের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এ কারণে পবিত্র কুরআনের মূল আরবী আয়াত বাদ দিয়ে শুধু তার অনুবাদ প্রকাশ নাজায়েয। কোয়ান্টাম এ নীতিমালা ভঙ্গ করে কোয়ান্টাম কণিকায় সূরা ফাতেহাসহ বিভিন্ন সূরা হতে অসংখ্য আয়াতের শুধু অনুবাদ প্রকাশ করেছে। সেখানে মূল আয়াত উল্লেখ না থাকায় অনুবাদে ব্যাপক বিকৃতি সাধন সহজ হয়েছে। ভবিষ্যতে তাদের এই কুরআন কণিকা ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হলে কী ভয়াবহ বিকৃতি সাধিত হবে, তা সহজে অনুমেয়। তাওরাত ইঞ্জিলের মাঝে বিকৃতি সাধন এ পথেই করা হয়েছে। অতএব সময় থাকতে সাধু সাবধান। কোয়ান্টাম কণিকা হতে আরো কিছু আয়াতের অর্থ বিকৃতির নমুনা পেশ করা হলো।

মূল আয়াত	বিশুদ্ধ অনুবাদ	কোয়ান্টামের বিকৃত অনুবাদ
الله لا اله الا هو الحى القيوم (ال عمران ٢)	আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব সব কিছুর ধারক।	আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য (হুকুমদাতা) নেই, তিনি শাশ্বত ও চিরঞ্জীব।(আলে ইমরান-২)
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا ☆ الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا☆ (الجن ٢٦–٢٧)	তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না তাঁর মনোণীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।	গায়েব ও ভবিষ্যৎ শুধুমাত্র তিনিই জানেন, যদি না তিনি কাউকে জানান, যেমন তিনি রসূলদের জানিয়েছেন। (জ্বিন ২৬-২৭)
والله خير الرازقين (جمعه ١١)	আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।	আল্লাহই একমাত্র রিযিকদাতা। (জুমআ ১১)
قد افلح المؤمنون (مؤمنون/١)	মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে।	বিশ্বাসীরা অন্তরে পবিত্র। (মুমিনুন : ১)
يا ايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة (بقره ٢٠٨)	হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পুরোপুরি সমর্পিত হও। (বাকারা ২০৮)
ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه (حجرات ١٢)	তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে?	তোমরা গীবত বা পরনিন্দা করো না। গীবত করা মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করার সমান অপরাধ। (হুজরাত ১২)
لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى (بقره ٢٥٦)	দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে।	ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই, আলোর পথ এখন সুস্পষ্ট। (বাকারা ২৫৬)
ومن احسن قولا ممن دعاا لى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين (حم ٣٣)	যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?	সে ব্যক্তিই উত্তম, যে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং ঘোষণা করে যে, আমি আল্লাতে সমর্পিতদের একজন। (হামীম : ৩৩)
ان مع العسر يسرا ☆ فاذا فرغت فانصب☆ والى ربك فارغب (انشراح ٦–٨)	নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। অতএব যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।	নিশ্চয়ই কষ্টের পরে রয়েছে স্বস্তি ও সাফল্য। অতএব নিশ্চিন্ত মনে পরিশ্রম করুন। আপনার প্রতিপালকের মহিমা স্মরণ করুন। (ইনশিরাহ ৬-৮)
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون (انبياء ٩٤)	অতপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, তার প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না এবং আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখি।	বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্মে নিয়োজিত হলে তার প্রতিটি প্রয়াস আমি লিখে রাখি এবং সে তার প্রয়াসের প্রতিদান পাবে। (আম্বিয়া : ৯৪)